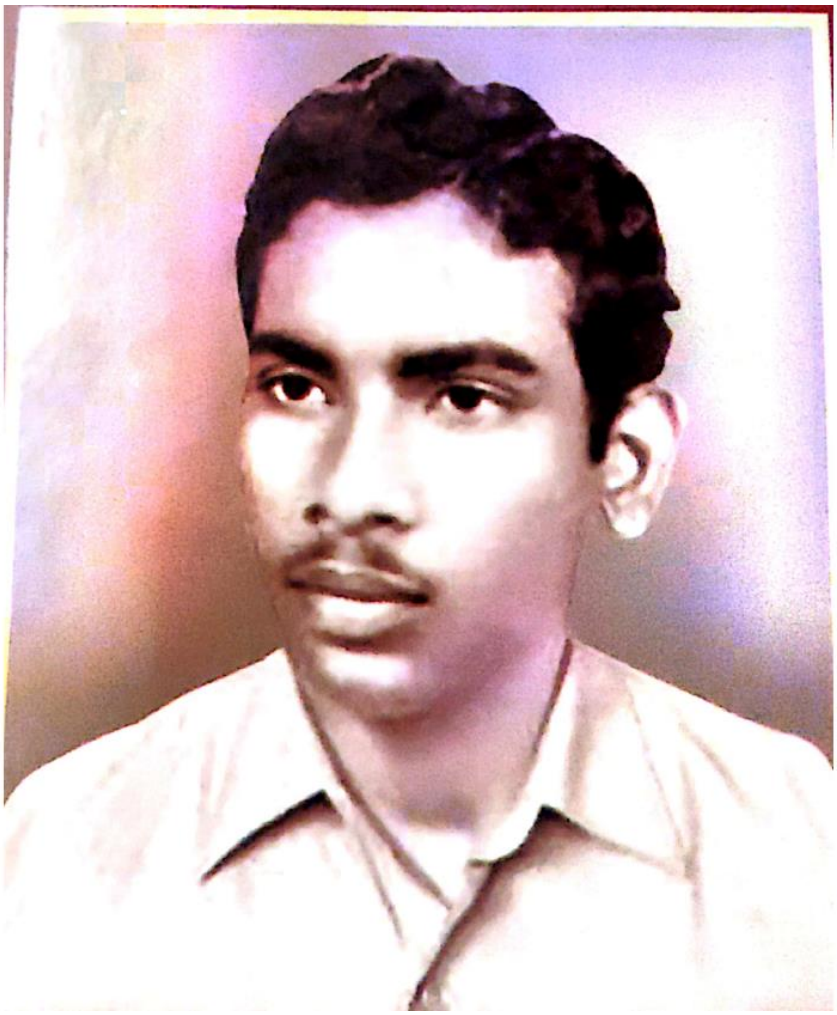

‘শ্রেষ্ঠ বীর’ খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া, বীর উত্তম

ঢাকা ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল ছিল ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র অন্তর্জাতিক মানের হোটেল। হোটেলের গুটি কয়েক উর্ধতন কর্মকর্তার মধ্যে একজন ছিলেন বাঙ্গালী কন্ট্রোলার অফ একাউন্টস খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া। সারাদিন প্রচন্ড ব্যাস্ততার পরে সন্ধ্যায় আই বি এ’এর ইভনিং কোর্সে এম বি এ করছেন এই কর্মকর্তা। আই বি এ’র প্রথম ব্যাচের ছাত্র। সামনে আরো অতন্ত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। অতন্ত্য নিরাপদ আর ইর্ষনীয় চাকুরী ফেলে, এবং আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে তিনি এপ্রিলে সীমান্ত অতিক্রম করে যোগ দিলেন মুক্তি বাহিনীতে।

সময় সেপ্টেম্বর মাসের শুরু, ১৯৭১ সাল। ৪ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর সি আর দত্ত উপস্থিত সকল সাব সেক্টর কমান্ডারদের কে তিরস্কার করছেন এই বলে, ‘ ভারতীয় বাহিনীর কর্মকর্তাদের কথায় আমি অতিষ্ঠ! তাদের ভাষায়, আমরা যুদ্ধের ময়দানে উল্লেখ করার মত কোন সাফল্য দেখাতে পারছি না কেন?” এরই মধ্যে এই সেক্টরে প্রশিক্ষন শেষে যোগ দিয়েছিলেন, ঢাকা ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল’এর কন্ট্রোলার অফ একাউন্টস খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া। নেতৃত্ব, বুদ্ধি আর সাহসিকতা’র জন্য তিনি ৪ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর জালাল্‌পুরের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সেক্টর কমান্ডার মেজর সি এর দত্ত উপস্থিত সব নেতৃস্থানীয় মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের দিকে চ্যালেঞ্জ

ছুড়ে দিয়ে বলেন,' আমাদের আটগ্রামের কাছে কোটাল পুর সেতু ধ্বংস করে দিতে হবে, তাহলেই আমরা কথায় না, কাজের মাধ্যমে ভারতীয়'র চ্যালেঞ্জের যোগ্য উত্তর দিতে পারবো।' সবাই যখন নিরুত্তর, তখন খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া বলে উঠলেন, 'স্যার, হয় কোটাল পুর সেতু থাকবে, না হয় নিজাম থাকবে কালকের পর থেকে'।

পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর মধ্য রাত, বাছাই করা একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে তাদের'কে ৪টি দলে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে নিজামুদ্দিন গেলেন কোটাল পুর সেতু ধ্বংস করতে, মনে নিশ্চিত শপথ, সেতু ধ্বংস না করে জীবিত ফিরে আসব না। আনুমানিক রাত দুইটা থেকে তিনটার দিকে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর পাকিস্তানী'রা হটে গেলে পূর্ব-পরিকল্পনামত বিস্ফোরক দিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেন তিনি।

প্রথমে গোলাগুলির শব্দ, এবং পরবর্তীতে বিস্ফোরনের শব্দ শুনে সেতুর দুই দিক থেকেই আগত আরো পাকিস্তানী সৈন্য'রা আক্রমন করে, খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া'র দল'কে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানীরা উনার দল'কে প্রায় ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় তিনি সবাই'কে সীমান্তের দিকে চলে যেতে নির্দেশ দেন এবং কভারিং ফায়ার করতে থাকেন। তার কয়েক গজ দূরে মাত্র একজন তরুন মুক্তিযোদ্ধা, বিক্রমপুর থেকে যোগ দেওয়া কলেজ ছাত্র দীপু (দীপংকর গুপ্ত)। প্রচন্ড গোলাগুলির মধ্য তিনি দীপু'কে বলছিলেন 'তুই সীমান্তের দিকে যা, আমি গুলি করতে করতে আসছি'। এই সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েন এবং কলেমা পরতে পরতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শাহাদাৎ বরন করেন। উনাকে কানাইঘাট উপ জেলার বড় খেয়ড় গ্রামে মোকাম টিলায় তিন আউলিয়ার মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়।

শহীদ খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া জীবনের বিনিময়ে শুধু সেক্টর কমান্ডার'কে দেওয়া তার শপথ রক্ষাই করেন নাই, তিনি তার সব সহ যোদ্ধাদের নিরাপদে শত্রুর ঘেরাও থেকে বের হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে জীবন রক্ষা করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছিলেন। উনার এই চরম বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের জন্য সেক্টর কমান্ডার মেজর সি আর দত্ত বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব'এর জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু অতন্ত্য দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর সদস্য না হওয়ার কারনে উনাকে প্রাপ্য 'বীর শ্রেষ্ঠ' খেতাব বঞ্চিত করে, বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হয়। এ, কে খন্দকার এবং বেশ কয়েকজন সংকীর্নমনা সেক্টর কমান্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান না করেও, বীরত্বসূচক খেতাব বাগিয়ে নিয়েছিলেন। তৎকালীন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু কর্মকর্তাদের এই ধরনের নির্লজ্জ অবিচার এবং সংকীর্নতার পরেও' খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া'ই হচ্ছেন একমাত্র বেসামরিক ব্যাক্তি যিনি বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছিলেন।

৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এই মহান যোদ্ধার ৫০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী! একই সময়ে দেশে স্বাধীনতার এই ৫০ বছর উদযাপন কালে আমরা আশা করি উনার আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে, এবং উনাকে বীর শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হবে। পৃথিবীতে এই ধরনের পূন মুল্যায়নের অনেক উদাহরন আছে। খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া'কে বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব দেওয়া এখন সময়ের দাবী।

নাজমুল আহসান শেখ, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক; victory1971@gmail.com

তথ্যসূত্রঃ

১. নিশ্চিত সংগ্রামের শপথ, শহীদ বীর-উত্তম খাজা নিজামুদ্দিন ভূইয়া স্মারক গ্রন্থ

২। দীপংকর গুপ্ত (দীপু) সহযোদ্ধা ৪ নং সেক্টর

৩। স্বাধীনতা, মেজর কাম্‌রুল ইসলাম ভূঁইয়া সম্পাদিত